কার পাপে?

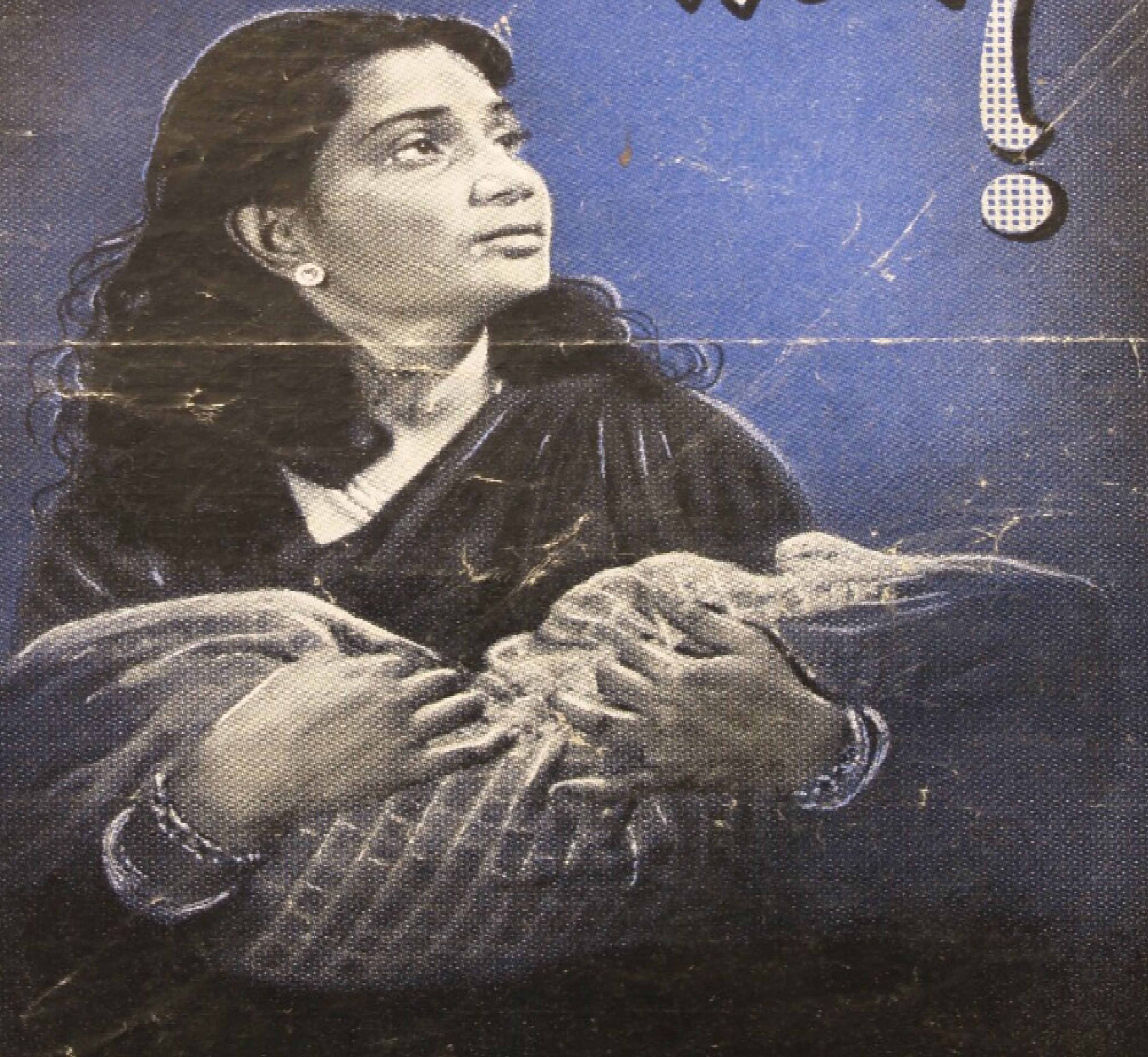

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ নিবেদিত

কার পাপে?

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ

তত্ত্বাবধান : অগ্রদূত

গীত-রচনা : শৈলেন রায় : : সঙ্গীত-পরিচালনা : অনুপম ঘটক

শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত
চিত্রশিল্পী : বিজয় ঘোষ
সম্পাদক : কালী রাহা
শিল্প-নির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী

দৃশ্যসজ্জা : সুধীর খান
রূপসজ্জা : বসির আমেদ
ব্যবস্থাপক : নিতাই সিংহ
কর্ম্মসচিব : বিমল ঘোষ

চিত্রশিল্প-পরিচালনা : বিভূতি লাহা

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : সরোজ দে, পার্ব্বতী দে
নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীতে : হীরেন ঘোষ
চিত্রশিল্পে : অমল দাস, দিলীপ মুখোঃ
শব্দযন্ত্রে : অনিল তালুকদার
জগন্নাথ চট্টোঃ, শৈলেন পাল
সম্পাদনায় : নীরেন চক্রবর্ত্তী, রমেন ঘোষ

ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, সঞ্জীব দত্ত
দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল
রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে
আলোক-সম্পাতে : সুধাংশু ঘোষ
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
শম্ভু ঘোষ,
নন্দ মল্লিক

স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস : : চিত্রপরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারী

সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন :
মুখার্জ্জী, ব্যানার্জ্জী সারজিক্যাল লিঃ : মেডিকো সায়েনটিফিক ষ্টোরস্
নিয়ন রিফ্লেকটো লাইট কোং : ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব

পরিবেশক : ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ
৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা—১৩

মঞ্জু দে, অসিতবরণ

ছবি বিশ্বাস

উত্তমকুমার

পুরু মল্লিক, সলিল দত্ত, সুধাংশু গাঙ্গুলী

রেণুকা রায়

রেবা দেবী

গীতশ্রী

অপর্ণা দেবী

জয়শ্রী সেন, লক্ষ্মী রায়, রেখা চ্যাটার্জ্জী

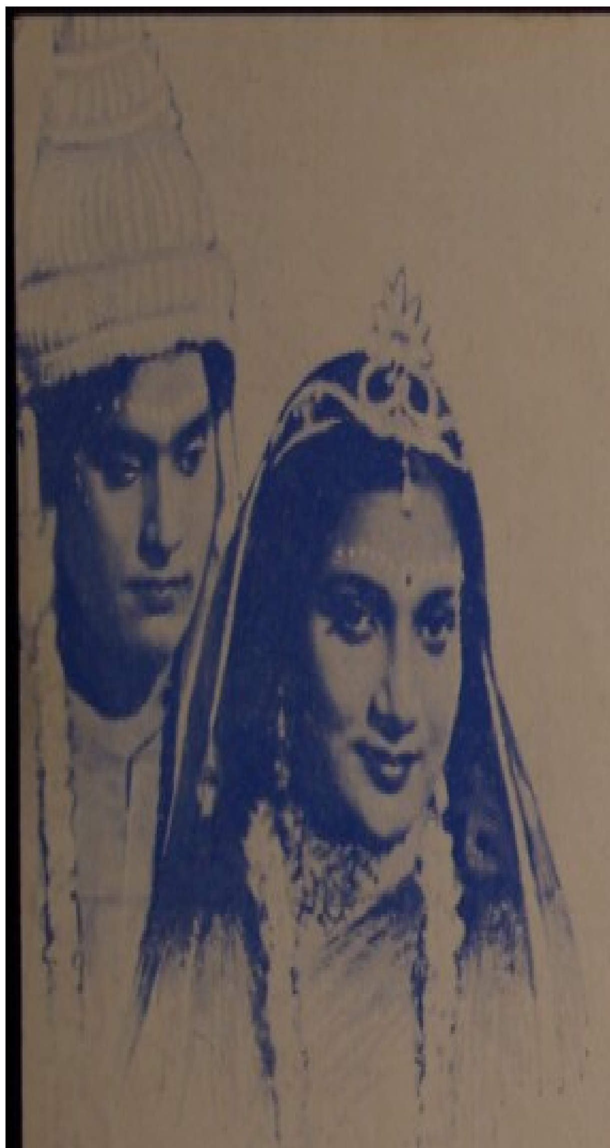

রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে একটী সুবেশধারী যুবক এসে উপস্থিত হলেন কলিকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার বোসের ক্লিনিকে। যথাসম্ভব লোকচক্ষুর দৃষ্টি এড়িয়ে যুবকটী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে যে রোগের কথা বললেন, তাতে তাঁর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। যুবকটী স্বীকার করলেন, বাবার মৃত্যুর পর অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার পথে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

গ্লানিকর রোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য যুবক ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে সুদীর্ঘকাল-স্থায়ী চিকিৎসার তালিকা শুনে বিরক্ত হলেন।—অত দিন? দীর্ঘ তিন বৎসর ধ'রে সর্ব্বপ্রকার বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে চিকিৎসা চালাতে হবে। উপায়ান্তর না দেখে যুবক চিকিৎসা শুরু করালেন—কিন্তু অন্তর তাঁর বিদ্রোহী হয়ে রইল।

তিন মাস চিকিৎসা করার পর যুবকের দেহ থেকে যখন রোগের সমস্ত চিহ্ন মিলিয়ে গেল তখন তাঁর নাইট্ ক্লাবের বন্ধুরা বিদ্রূপ করলো,—"এক ধাপ্পাবাজ অর্থলোভী ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে তোমার সর্ব্বস্বান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নিস্তার নেই!" একদিকে নাইট্ ক্লাবের বিলাসের আকর্ষণ, অন্যদিকে ডাক্তারের সতর্ক বাণী—যুবক দোটানায় পড়লো। যুবক ডাক্তারকে গিয়ে জানালে—সে বিবাহ করে শান্ত সংযত জীবন যাপন কর্ত্তে চায়। কিন্তু ডাক্তার তাতেও আপত্তি করলেন। রোগের পুনরাক্রমণ হতে পারে এই অজুহাতে তিনি দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহে মত দিতে পারেন না, জানালেন।

যুবক ডাক্তারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করলেন। একটী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েকে তিনি বিবাহ করলেন। মেয়েটী ছিল প্রাণেরপ্রাচুর্য্যে ভরা। তার সাহচর্য্যে যুবক জীবনকে নূতনভাবে দেখতে পেলো। ক্রমে ক্রমে সে মেয়েটীকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললো। ভালবাসার পাত্র যখন কাণায় কাণায় ভরে উঠলো তখনই সুরু হলো মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি।

*   *   *   *   *   *

পাঁচবছর পরে। ১৯৪৩ সাল। ডাক্তার বোসের এক ছাত্র শঙ্কর একটী রোগিণীকে নিয়ে এলেন ডাক্তারের ক্লিনিকে। একটী রুগ্ন শিশু তার কোলে। ডাক্তার পরিচয় নিয়ে জানলেন এই সেই যুবক অসীমবাবুর স্ত্রী। পাঁচ বছরে তাঁর কয়েকটী সন্তান নষ্ট হয়েছে, রোগে তাঁর দেহ বিশ্রী হয়ে গেছে—স্বামীর ভালবাসা তিনি হারিয়েছেন, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার বুঝলেন, কাপুরুষ অসীম নিজের রোগের কথা স্ত্রীর কাছে গোপন রাখতে চেষ্টা কর্ত্তে গিয়ে মেয়েটীর চিকিৎসা পর্য্যন্ত করায় নি। ফলে এই পাঁচ বছরের মধ্যেই মেয়েটীর জীবন হয়েছে বিষময়। তদুপরি অদৃষ্টের পরিহাস, মেয়েটীকেই সবাই অপরাধী ভেবে, তাকে পরিত্যাগ করে অসীমের আবার বিয়ে দেবার তোড়জোড় ক'রছে। মেয়েটী যখন ডাক্তারের কাছে তার দুরদৃষ্টের প্রকৃত কারণ জানতে পারলো, তখন কি করলো সে? কি করলো অসীম? আবার কী সে বিয়ে করতে চললো? একটার পর একটা মেয়ের এইভাবে সর্ব্বনাশ করে চলবে না কী অসীমের দল?—পর্দ্দায় এর উত্তর দেখুন। স্তম্ভিত হয়ে ভাবুন—কার পাপে কত সোণার সংসার ধ্বংশ হয়। কি সেই মানুষের চিরন্তন দুর্ব্বলতা—কি সেই মানুষের উদগ্র লালসা, যা তার বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে'—পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মাঝে আনে হলাহল?

যে অসংখ্য হতভাগ্য দুর্নিবার বেগে নিজেকে, সমাজকে নিত্য ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে—তাদের একজনও যদি এই কাহিনীর মধ্যে মুক্তির আলো দেখতে পায়—তবেই এ কাহিনী সার্থক।

সঙ্গীত

(১)

আমার   এক জনমে মিটবে না তো
ভালবাসার সাধ গো—ভালবাসার সাধ,
আর জনমে চকোর হবো
তুমি হয়ো চাঁদ গো !
আমি প্রেমের নিঝর প্রিয়
তুমি সাগর হিয়া
একটি শুধু প্রিয়র লাগি
একটি শুধু প্রিয়া,
সূর্য্য আনে সূর্য্যমুখীর
মিলন প্রভাত গো—
একজনমে মিটবে না তো
ভালবাসার সাধ গো—ভালবাসার সাধ !

আমি হবো মাটীর প্রদীপ
তুমি ধ্রুবতারা—
আমার চোখে লাগবে তোমার
আলোর ইসারা !

ভাঙলো কেবা কুঁড়ির বাঁধন
কে জাগালো ফুল রে—
যার গানেতে গোলাপ ফোটে
এলো সে বুলবুল রে !
তার বিরহে বিমনা দিন—
চিরমধুর রাত গো—
এক জনমে মিটবে না তো
ভালবাসার সাধ গো—ভালবাসার সাধ !

আমি ভীরু চোখের পাতা
তুমি চোখের জল গো—
মিলন সে তো দোদুল পাতায়
শিশির চপল গো !

একটি কুঁড়ি দল খুলেছে
এক ভ্রমরের গুঞ্জনে,
একটি প্রেমের মিলন মধু
পান ক'রেছি দুই জনে !
ভালবেসে বাউল হ'লাম
নয় সে অপরাধ গো,
এক জনমে মিটবে না তো
ভালবাসার সাধ গো—ভালবাসার সাধ !

ঝরা গোলাপ কয় যে ডেকে
গুলসানে এক বুলবুলে—
বেদরদী হায় গো প্রিয়
মন ভেঙ্গে মন যাও চ'লে ।

ভালবেসে কেউ বা কাঁদে
কেউ বা কাঁদায় হায়গো হায়—
কেউ খেয়ালে দীপক জ্বালে
কেউ অনলে জ্বলিতে চায় !

না দেখে কেউ অন্ধ হল
কেউ দেখে না চোখ খুলে ।

হাস্নুহানা ধুলায় ঝরে,
নওরোজের চাঁদ বলছে তাই—
হায় সহেলী রূপহীনা গো
তোমায় আমি ভুলতে চাই !
কারো চোখে জ্যোছনা ঝরে
কারো চোখে জল দুলে ॥

যৌবনেরি সরাব পিয়ে
কে হয়েছো লালে লাল—
আজকে আমি ভিখারিণী
রাণী হয়েই ছিলাম কাল !
পাত্রখানি শূন্য হলে
সরাবী তা লয় কি তুলে—
ঝরা গোলাপ কয় যে ডেকে
গুলসানে এক বুলবুলে ॥

15-8-52

এম.পি প্রোডাকসন্স লিঃর

আগামী তিনটি ছবি

অগ্রদূত পরিচালনায়

আঁধি

সৌরীন্দ্রমোহনের
আবেদন মধুর কাহিনী!

শ্রেঃ দীপ্তি রায়,
রাধামোহন, মাষ্টার বিভু

সুরঃ **দুর্গা সেন**

বাবলা

আন্তর্জ্জাতিক চিত্রমেলায় সম্বর্দ্ধিত
বাংলা ছবির হিন্দী রূপায়ন!

প্রতাপাদিত্য

বাঙ্গালীর ইতিহাসের
এক গৌরবোজ্জ্বল
অধ্যায়।

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ (১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) হইতে মুদ্রিত।